ড্যানিয়েলের বই - নম্বর একশো ছেষট্টি

ভবিষ্যদ্বাণীর উন্মোচন: ফরাসি বিপ্লব, পুতিনের রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সংঘাত

Jeff Pippenger
2024-03-29

দশম পদের ভাববাদী ইতিহাসের আলোকে ১৯৮৯ সালের অন্তিম সময়ের প্রতীকী রূপায়ণ বিবেচনা করতে গিয়ে, পৃথিবী থেকে ওঠা জন্তুর উভয় শিংয়ের তৃতীয় প্রজন্মের ইতিহাসে ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে, সেই জন্তুর প্রজাতন্ত্রবাদকে প্রতিনিধিত্বকারী শিং বৈশ্বিকতাবাদী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে আপসের এক প্রজন্ম শুরু করেছিল, আর ১৯১৯ সালে, সত্য প্রোটেস্ট্যান্টবাদকে প্রতিনিধিত্বকারী শিং ধর্মত্যাগী প্রোটেস্ট্যান্টবাদের ধর্মতাত্ত্বিকদের সঙ্গে এবং আমেরিকান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও আপসের প্রজন্ম শুরু করেছিল, যখন সেটি তার শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি জাগতিক বিশ্বের হাতে সমর্পণ করেছিল। সেই সময় থেকে উভয় শিংই বিশ্বের সঙ্গে এমন এক আপসকামী সম্পর্ক শুরু করেছিল, যা তাদের নিজ নিজ বার্তার দিশা বদলে দিয়েছিল।

সেই ইতিহাসে শেষ দিনগুলোর ‘উত্তরের রাজা’ ও ‘দক্ষিণের রাজা’র সূচনাবিন্দুও এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এসে পৌঁছেছিল। ফাতিমার অলৌকিক ঘটনা ১৯১৭ সালের ১৩ অক্টোবর পর্তুগালের ফাতিমায় ঘটে। এটি ছিল তিনজন অল্পবয়সী রাখাল শিশু—লুসিয়া দোস সান্তোস এবং তার দুই কাজিন ফ্রান্সিসকো ও জাসিন্তা মার্তো—দেখা মরিয়মের একাধিক আবির্ভাবের ধারাবাহিকতার পরিণতি। শিশুদের বর্ণনা অনুযায়ী, আওয়ার লেডি অব ফাতিমা নামে পরিচিত কুমারী মরিয়ম ১৯১৭ সালের মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসের ১৩ তারিখে তাঁদের কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯১৭ সালের ১৩ অক্টোবরের শেষ আবির্ভাবের সময়, শিশুদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করার আশায়, ফাতিমার নিকটবর্তী কোভা দা ইরিয়ায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিল। সাক্ষীদের মতে, সূর্যকে রঙ পরিবর্তন করতে, ঘুরতে এবং আকাশে নাচতে দেখা গিয়েছিল। ঘটনাটি সূর্যের অলৌকিক ঘটনা বা ফাতিমার অলৌকিক ঘটনা নামে পরিচিতি পায়।

ফাতিমার অলৌকিক ঘটনাটি ক্যাথলিক ইতিহাস ও ভক্তিচর্চার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, এবং বহু বছর ধরে এটি ব্যাপক গবেষণা, বিতর্ক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিষয় হয়ে আছে। ফাতিমার ঘটনাবলি জনভক্তি, মরিয়ম-ভক্তি এবং ক্যাথলিক চার্চের পরিসরে প্রলয়সংক্রান্ত ভাবধারার ব্যাখ্যার ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছে।

বলশেভিক বিপ্লব ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ায় ঘটেছিল, যখন ভ্লাদিমির লেনিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বলশেভিক বাহিনী পেট্রোগ্রাদে (বর্তমান সেন্ট পিটার্সবার্গ) গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন ও অবকাঠামোর দখল করেছিল। এই ঘটনাটি ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের চূড়ান্ত পরিণতি চিহ্নিত করেছিল, যা সে বছরের শুরুর দিকে ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল এবং যার ফলে জার নিকোলাস দ্বিতীয় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন ও একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বিপ্লবের সময় বলশেভিকরা সফলভাবে অস্থায়ী সরকারকে উৎখাত করে রাশিয়ার উপর সোভিয়েতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল। বলশেভিকরা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় এবং তাদের বিপ্লবী কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করে, যার মধ্যে ছিল শিল্পের জাতীয়করণ, ভূমি পুনর্বণ্টন এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার প্রত্যাহার। অক্টোবর বিপ্লবের ফলস্বরূপ শেষ পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়েছিল এবং এটি রাশিয়া ও বিশ্বের ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল, যা বিশ শতকের ইতিহাসের গতিপথকে গঠন করেছিল।

যিশু সমাপ্তিকে সূচনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন, এবং শেষ দিনগুলোর উত্তরের রাজা ও দক্ষিণের রাজাকে পূর্ণরূপে বুঝতে হলে তাদের সূচনা বোঝা আবশ্যক। ড্যানিয়েল পুস্তকের একাদশ অধ্যায়ে চিহ্নিত দক্ষিণ ও উত্তরের আক্ষরিক রাজাদের এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: মিশরের আক্ষরিক ভূখণ্ডের উপর যে শক্তি শাসন করে, সেটিই দক্ষিণের রাজা; আর বাবিলের সঙ্গে সম্পর্কিত আক্ষরিক ভৌগোলিক অঞ্চলের উপর যে শক্তি শাসন করে, সেটিই উত্তরের রাজা।

ক্রুশের সময়ে আক্ষরিক ভবিষ্যদ্বাণী আধ্যাত্মিক ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপান্তরিত হয়েছিল, যখন প্রাচীন আক্ষরিক ইস্রায়েল আধুনিক আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলে রূপান্তরিত হচ্ছিল। আক্ষরিক পৌত্তলিক রোম ৬৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাড়ে তিন আক্ষরিক বছর ধরে আক্ষরিক জেরুজালেমকে পদদলিত করেছিল, এবং আধ্যাত্মিক পাপাল রোম সাড়ে তিন আধ্যাত্মিক বছর ধরে আধ্যাত্মিক জেরুজালেমকে পদদলিত করেছিল।

প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের সতেরো অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক বাবিলকে সেই বেশ্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যে পৃথিবীর রাজাদের সঙ্গে ব্যভিচার করে। প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিক মিশরকে নাস্তিক ফ্রান্স হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক উত্তরের রাজার আধুনিক প্রকাশ, যে ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময়ে মারাত্মক আঘাত পেয়েছিল এবং পরে ১৯৮৯ সালে শেষকালের সময়ে আধ্যাত্মিক দক্ষিণের রাজার আধুনিক প্রকাশের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানে—দু'টিই দানিয়েল গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। উভয় শক্তির শেষকালের প্রকাশের উৎস ১৯১৭ থেকে ১৯১৮ সালের সময়সীমায়, যা পৃথিবীর জন্তুর উভয় শিংয়ের জন্য আপসের প্রজন্মের একই সময়সীমা। সমাপ্তিগুলি সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে ওই সূচনাগুলিকে চিনতে হবে। শেষকালের উত্তরের রাজা ও দক্ষিণের রাজার উভয়েরই সূচনা ফরাসি বিপ্লব থেকেই।

> ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কার জনগণের সামনে বাইবেল উন্মুক্ত করে ইউরোপের সব দেশে প্রবেশের চেষ্টা করেছিল। কিছু জাতি একে স্বর্গের দূত হিসেবে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছিল। অন্যান্য দেশে পোপতন্ত্র তার প্রবেশ অনেকখানি রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল; আর বাইবেলের জ্ঞানের আলো, তার উন্নতিমূলক প্রভাবসহ, প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এক দেশে, যদিও আলো প্রবেশ করেছিল, অন্ধকার তা বোঝেনি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সত্য ও ভ্রান্তি প্রাধান্যের জন্য সংগ্রাম করেছে। শেষ পর্যন্ত মন্দই জয়লাভ করল, এবং স্বর্গের সত্য বহিষ্কৃত হলো। "এই হলো বিচার, যে আলো জগতে এসেছে, আর মানুষ আলো অপেক্ষা অন্ধকারকেই বেশি ভালোবেসেছে।" যোহন ৩:১৯। জাতি যে পথ বেছে নিয়েছিল, তার ফল ভোগ করার জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। যে জাতি তাঁর অনুগ্রহের দানকে তুচ্ছ করেছিল, তার উপর থেকে ঈশ্বরের আত্মার সংযম সরিয়ে নেওয়া হলো। মন্দকে পরিপক্ব হতে দেওয়া হলো। আর সারা পৃথিবী দেখল আলোর ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যানের ফল।

> ফ্রান্সে বহু শতাব্দী ধরে চালিয়ে আসা বাইবেলবিরোধী যুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ দেখা যায় বিপ্লবের ঘটনাবলিতে। সেই ভয়াবহ অভ্যুত্থান ছিল কেবল রোমের পবিত্র শাস্ত্র দমনের স্বাভাবিক পরিণতি। পোপতান্ত্রিক নীতির কার্যপ্রয়োগের এমন এক প্রকট দৃষ্টান্ত এটি উপস্থাপন করেছিল, যা পৃথিবী আগে কখনো দেখেনি—একটি দৃষ্টান্ত, যে ফলাফলের দিকে রোমান গির্জার শিক্ষা সহস্রাধিক বছর ধরে ধাবিত হয়ে আসছিল।
>
> "পোপীয় সর্বাধিপত্যের সময়ে পবিত্র শাস্ত্রের দমন সম্পর্কে নবীরা পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন; এবং দ্রষ্টা আরও ইঙ্গিত করেন যে 'পাপের মানুষ'-এর আধিপত্যের ফলে বিশেষত ফ্রান্সের জন্য যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটতে যাচ্ছিল।" দ্য গ্রেট কনট্রোভার্সি, ২৬৫, ২৬৬।

"পাপাল আধিপত্যের সময়ে" শাস্ত্রসমূহকে দমন করার ফলস্বরূপ ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল। নাস্তিকতার জন্ম—যা পাপাসির প্রধান শত্রুতে পরিণত হওয়ার কথা ছিল—পাপাসি নিজেই ঘটিয়েছিল। ফরাসি বিপ্লব ১৭৮৯ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল, কিন্তু ফ্রান্সে যে নাস্তিক বিপ্লবী চেতনার সূচনা হয়েছিল, তা সমগ্র ইউরোপে এবং তারও বাইরে বিস্তৃত হতে থাকে। ফ্রান্সে বিপ্লবের অবসানের একশত আঠারো বছর পরে, রাশিয়ায় রুশ বিপ্লবের সূচনা হয়। ফ্রান্সে যে নাস্তিকতার বিপ্লব শুরু হয়েছিল, তা রাশিয়ায় গিয়ে সমাপ্ত হয়, এবং ১৯১৭ সালে রাশিয়া সেই জাতির ভবিষ্যদ্বাণীমূলক প্রতিনিধিতে পরিণত হয়, যা মিশরের নাস্তিকতা দ্বারা প্রতীকায়িত। দক্ষিণের রাজা হিসেবে উপস্থাপিত ড্রাগন-শক্তি ফ্রান্স থেকে রাশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ফ্রান্সের বিপ্লবকে রাজনৈতিকভাবে এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, এবং সেই অর্থে, নেপোলিয়ন মিশরের নাস্তিকতার দ্বারা ঘটিত এক বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত এক জাতির প্রথম নেতার প্রতিনিধিত্ব করেন। নেপোলিয়নের আত্মমুগ্ধতা পুতিনের আত্মমুগ্ধতায় যথার্থভাবে পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

চিত্র ও প্রচারণার শক্তি সম্পর্কে নেপোলিয়ন তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন; প্রাক্তন কেজিবি কর্মকর্তা পুতিনও তেমনই। কেজিবি প্রচারণায় বিশেষজ্ঞ। জনসমক্ষে নিজের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের ভাবমূর্তি উপস্থাপনের মাধ্যম হিসেবে নেপোলিয়ন প্রতিকৃতি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি Jacques-Louis David, Antoine-Jean Gros এবং Jean-Auguste-Dominique Ingres সহ তাঁর সময়ের কিছু সর্বাধিক খ্যাতনামা শিল্পীর কাছ থেকে প্রতিকৃতি কমিশন করেছিলেন।

এই প্রতিকৃতিগুলো নেপোলিয়নকে নানান ভঙ্গি ও প্রেক্ষাপটে চিত্রিত করেছিল, সরকারি রাষ্ট্রীয় প্রতিকৃতি থেকে শুরু করে আরও অনানুষ্ঠানিক দৃশ্য পর্যন্ত। এগুলো নেপোলিয়নের জন্য শুধু ব্যক্তিগত স্মারকই ছিল না, বরং দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিকভাবে তাঁর ভাবমূর্তি ও প্রভাব ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ারও ছিল। পুতিনও নিজের জন্য ঠিক একই কাজ করেছেন; ইন্টারনেটে আধুনিক যেকোনো ইনফ্লুয়েন্সারকে টেক্কর দেয় এমন নানা পরিবেশে তাঁর অসংখ্য ছবি রয়েছে।

ফরাসি বিপ্লবের সূচনায় রাজা, তার পরিবার ও অনুচরবৃন্দকে উৎখাত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। রুশ বিপ্লবের সূচনায় জার, তার পরিবার ও অনুচরবৃন্দকে উৎখাত করা হয়েছিল এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ফ্রান্সে শুরু হওয়া বিপ্লবের সমাপ্তি রাশিয়ায় ঘটেছিল। ফরাসি বিপ্লব হল প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়, অতএব ফরাসি বিপ্লব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নিয়মের অধীন। যীশু সর্বদা কোনো

কিছুর শেষকে তার শুরুর দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, সুতরাং রুশ বিপ্লব ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তি।

ভ্লাদিমির পুতিন মিশরের নাস্তিকতার দ্বারা আনীত এক বিপ্লবে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতির শেষ নেতাকে প্রতিনিধিত্ব করেন। রাশিয়ার প্রথম নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন। "ভ্লাদিমির" নামটি স্লাভিক উৎসের এবং এটি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত: "ভ্লাদ" এবং "মির"। "ভ্লাদ" স্লাভিক মূল "ভ্লাদেতি" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "শাসন করা" বা "ক্ষমতা প্রয়োগ করা"। "মির" মানে "বিশ্ব"। প্রথম ভ্লাদিমির (লেনিন) শেষ ভ্লাদিমির (পুতিন)-এর প্রতিরূপ; এবং তিনি নাস্তিকতার বিপ্লবের প্রথম নেতা (নেপোলিয়ন) দ্বারাও প্রতিরূপায়িত হন।

১৮১৪ সালের এপ্রিলে ষষ্ঠ জোটের যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় এবং ফঁতেনেব্লোর চুক্তির পর, তিনি ফ্রান্সের সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং ভূমধ্যসাগরের এলবা দ্বীপে নির্বাসিত হন। দ্বীপটির ওপর তাকে সার্বভৌমত্ব প্রদান করা হয় এবং অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতায় হলেও সম্রাট উপাধি ধরে রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। নেপোলিয়ন প্রায় দশ মাস এলবায় কাটান; এ সময় তিনি ফ্রান্সে ক্ষমতায় ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। এলবা থেকে তার পলায়ন এবং ‘শ দিন’-এর সময়ে ফ্রান্সে সংক্ষিপ্তভাবে ক্ষমতায় ফেরার পর, ১৮১৫ সালের জুনে ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়ন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের পর মিত্রশক্তিগুলো, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেন, নেপোলিয়নকে ভবিষ্যতে আর কোনো বিপত্তি সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ফলে তাকে আবার নির্বাসিত করা হয়, এবার দক্ষিণ আটলান্টিকের দূরবর্তী সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। নেপোলিয়ন ১৮২১ সালে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত জীবনের বাকি সময়টুকু সেন্ট হেলেনায় নির্বাসনে কাটান।

পুতিন কেজিবির পুরোনো ধারার একজন প্রতিনিধি। কেজিবি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থা, ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৯১ সালে এর বিলুপ্তি পর্যন্ত। এটি দেশের ভেতরে ও আন্তর্জাতিকভাবে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, পাল্টা গোয়েন্দা কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করত। গুপ্তচরের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, নজরদারি অভিযান, এবং জনগণের ওপর কমিউনিস্ট শাসনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ভূমিকায় কেজিবি সুপরিচিত ছিল। ভ্লাদিমির পুতিন ছিলেন কেজিবি (রাষ্ট্র নিরাপত্তা কমিটি)-র সদস্য, যা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সংস্থা।

পুতিন ১৯৭৫ সালে লেনিনগ্রাদ স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক সম্পন্ন করে কেজিবিতে যোগ দেন। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়া পর্যন্ত তিনি কেজিবিতে কাজ করেন; এরপর তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। কেজিবিতে তাঁর পটভূমি শাসনব্যবস্থা ও পররাষ্ট্রনীতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে। নেপোলিয়নের এলবা দ্বীপে প্রথম নির্বাসন ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়টিকে প্রতিনিধিত্ব করে, যখন কেজিবির আদর্শ ফিরে আসে। যখন পুতিন শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন, যা তেরো থেকে পনেরো নম্বর পঙক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই দ্বিতীয় পরাজয় (প্রথমটি ১৯৮৯) ওয়াটারলু এবং নেপোলিয়নের দ্বিতীয় নির্বাসনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত, যেখানে তিনি মারা যান।

নেপোলিয়ন ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ সালে পাপাসির ওপর প্রাণঘাতী আঘাত হেনেছিলেন। ১৭৯৯ সালে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের অবসান ঘটে, কিন্তু ১৯১৭ সালের মধ্যে তা বলশেভিক বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় পৌঁছে যায়। ১৯১৭ সালে পর্তুগালে ফাতিমার অলৌকিক ঘটনা ঘটে, এবং

তিনজন শিশু, যারা কথিতভাবে মেরির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল, তারা তিনটি গোপন বার্তা পায়। এই তিনটি বার্তা গোপন ছিল, অর্থাৎ সেগুলো কেবল পোপের—উত্তরের রাজা—পড়ার জন্য নির্ধারিত ছিল। বার্তাগুলো পোপকে নির্দেশ দিয়েছিল ক্যাথলিক চার্চের নেতাদের সঙ্গে একটি বিশেষ বৈঠক আহ্বান করতে এবং একটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে, যাতে রাশিয়াকে—যা তার আগের বছরই কমিউনিস্ট রাশিয়ায় পরিণত হয়েছিল—কুমারী মেরির প্রতি উৎসর্গ করা যায়।

বার্তাগুলিতে একটি সতর্কবার্তা ছিল যে, যদি পোপ রাশিয়াকে মেরির প্রতি উৎসর্গ করার আদেশটি কার্যকর করতে অস্বীকার করেন, তাহলে বিশ্ব আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের মুখে পড়বে (অলৌকিক ঘটনার এক মাস পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি হওয়ার কথা ছিল)। ফাতিমার বার্তাগুলি রক্ষণশীল ক্যাথলিকদের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার জন্য একটি কাঠামো হয়ে ওঠে। এতে ক্যাথলিক গির্জার ভেতরে একটি সংগ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছিল—একদিকে পোপ জন পল দ্বিতীয় ও প্রথম ভ্যাটিকান কাউন্সিল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী রক্ষণশীল ক্যাথলিকবাদ, আর অন্যদিকে বর্তমান "ওয়োক-পোপ" ও দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী উদার ক্যাথলিকবাদ।

ফাতিমার বার্তাগুলিতে "ভালো পোপ" ছিলেন "সাদা পোপ", আর "খারাপ পোপ" ছিলেন "কালো পোপ"। ভালো পোপ, পোপ জন পল দ্বিতীয়, ছিলেন রক্ষণশীল পোপ, যিনি ফাতিমার কুমারী মেরিকে তাঁর পথপ্রদর্শক প্রতিমা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন, আর খারাপ পোপ হলেন "ওয়োক-পোপ", যিনি তথাকথিত কুমারী মেরির যেকোনো বার্তাকেও প্রত্যাখ্যান করেন। পর্তুগালের ফাতিমার তীর্থস্থানে আপনি যখন যান, প্রাঙ্গণে প্রবেশের সময় দেখবেন প্রবেশপথটি এক পাশে কালো পোপের এবং অন্য পাশে সাদা পোপের দুটি বিশাল মূর্তির মাঝখানে অবস্থিত; এর মাধ্যমে ফাতিমার ভবিষ্যদ্বাণীতে চিহ্নিত অভ্যন্তরীণ সংগ্রামটি প্রতীকায়িত হয়েছে।

ফাতিমার তিনটি গোপন বার্তার আরেকটি উপাদান ছিল ক্যাথলিকধর্মের (উত্তরের রাজা) এবং নাস্তিকতার (দক্ষিণের রাজা) মধ্যকার যুদ্ধের ওপর এর গুরুত্বারোপ। ক্যাথলিকধর্ম ও নাস্তিক রাশিয়ার এই যুদ্ধ যে শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণীর একটি বিষয়—যে ভবিষ্যদ্বাণী ক্যাথলিকধর্মের একটি বৃহৎ অংশকে পরিচালিত করে—এ কথা স্বীকার না করলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি জার্মানিকে ক্যাথলিক চার্চ যে সমর্থন দিয়েছিল, তা বোঝা কঠিন, যদি অসম্ভব না-ই হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪১ থেকে ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৪ পর্যন্ত চলা লেনিনগ্রাদের যুদ্ধ ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ ও নৃশংস অবরোধগুলোর একটি ছিল। ২৩ আগস্ট ১৯৪২ থেকে ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩ পর্যন্ত সংঘটিত স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধকে প্রায়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে উভয় পক্ষেই বিপুল প্রাণহানি ঘটে; মৃত্যুর পাশাপাশি আহত ও বন্দী সৈনিকসহ মোট হতাহতের সংখ্যা ২০ লক্ষেরও বেশি ছিল বলে ধারণা করা হয়। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধটি যুদ্ধের একটি মোড় ঘোরানো অধ্যায়ও চিহ্নিত করে, কারণ এতে সোভিয়েত বাহিনী জার্মান সেনাবাহিনীর ওপর নির্ণায়ক বিজয় অর্জন করে এবং শেষ পর্যন্ত নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের পথ সুগম হয়।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নাজি জার্মানির যুদ্ধ—বিশেষ করে সদ্য উল্লিখিত দুইটি যুদ্ধ—স্বীকার না করলে, ক্যাথলিক চার্চের গোপন মিত্র হিসেবে জার্মানির ভূমিকা বোঝা কঠিন। ফাতিমার

মেরির শয়তানি ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রণোদিত ক্যাথলিকধর্ম ও রাশিয়ার নাস্তিকতার, এবং পরে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের, মধ্যে এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধের ভিত্তি না বোঝা গেলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ক্যাথলিকধর্ম গোপনে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের লুকিয়ে রাখা এবং তারপর তাদের সারা পৃথিবীতে স্থানান্তর করার যুক্তিটিও অধরা থেকে যায়। রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে নাৎসিরা ছিল ক্যাথলিকধর্মের প্রক্সি সেনাবাহিনী।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুক্তির ধারায়ই নাস্তিক রাশিয়ার প্রধান পুতিন ইউক্রেনে এক যুদ্ধে লিপ্ত, যার নেতারা প্রকাশ্যে নাৎসি হিসেবে পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে পরবর্তী সময়ে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ফাতিমার যুদ্ধের পদাতিক বাহিনী হলো ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ। অবশ্যই, ইউক্রেনীয় সরকারের নেতাদের এই বাস্তবতা ভালোভাবে নথিভুক্ত হলেও, হিটলারের Reich Ministry of Public Enlightenment and Propaganda-এর আধুনিক রূপ (মূলধারার গণমাধ্যম) যতটা সম্ভব এই তথ্যগুলো আড়াল করছে।

"ইউক্রেন" নামটি স্লাভিক শব্দ "ukraina" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ "সীমান্তভূমি" বা "প্রান্ত"। এই পরিভাষাটি ঐতিহাসিকভাবে কিয়েভান রুস'—আধুনিক ইউক্রেনের পূর্বসূরি মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র—এর সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোকে নির্দেশ করত, যা পূর্ব ইউরোপ ও ইউরেশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত। ইতিহাসজুড়ে এটি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য, অটোমান সাম্রাজ্য, রুশ সাম্রাজ্যসহ নানা সংস্কৃতি, সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের মিলনস্থল ছিল। এর কৌশলগত অবস্থান এটিকে এমন এক সীমান্তাঞ্চলে পরিণত করেছিল, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে। মধ্যযুগীয় সময়ে ইউক্রেন ছিল কিয়েভান রুস'-এর সীমান্তাঞ্চল; কিয়েভান রুস' ছিল এক শক্তিশালী রাষ্ট্র, যা আধুনিক ইউক্রেন, রাশিয়া ও বেলারুসের অংশবিশেষকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সময়ের সাথে কিয়েভান রুস' সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ায় তার সীমানা প্রায়ই বদলাত, এবং ইউক্রেন রাষ্ট্রটির প্রান্তেই থেকে যেত।

১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, যা দশম পদে উপস্থাপিত হয়েছে, একাদশ ও দ্বাদশ পদে এমন একটি যুদ্ধের উল্লেখ রয়েছে যেখানে দক্ষিণের রাজা পাল্টা আক্রমণ করেন এবং উত্তরের রাজার ওপর জয়লাভ করেন। সেই যুদ্ধটি রাফিয়ায় সংঘটিত হয়েছিল, যা ছিল দক্ষিণের রাজা ও উত্তরের রাজার অধিক্ষেত্রগুলোর সীমারেখা।

খ্রিষ্টপূর্ব ২১৭ সালে সংঘটিত রাফিয়ার যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে সেই নগরের নামানুসারে, যার নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। রাফিয়া ছিল প্রাচীন প্যালেস্টাইনের উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি নগর, যা মিশরের টলেমীয় রাজ্য এবং সেলিউসিড সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমান্তের নিকটে ছিল। যুদ্ধের সময় রাজা টলেমি চতুর্থ ফিলোপাটরের শাসনাধীন মিশরের টলেমীয় রাজ্য এবং রাজা অ্যান্টিওখাস তৃতীয়ের শাসনাধীন সেলিউসিড সাম্রাজ্যের মধ্যকার সীমান্ত রাফিয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। লেভান্তের কৌশলগত ভূখণ্ডগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ প্রচেষ্টা চালানোয় এই সীমান্তবর্তী অঞ্চলের নিকটেই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল।

প্রাচীন শহর রাফিয়া আধুনিক রাফা শহরের কাছাকাছি অবস্থিত। রাফা গাজা উপত্যকার দক্ষিণ অংশে অবস্থিত একটি শহর, যা ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের অংশ। খ্রিস্টপূর্ব ২১৭ সালে রাফিয়ায় প্টোলেমির বিজয়ের পর, তিনি জেরুজালেমে ইহুদিদের ওপর এবং মিশরেও নির্যাতন শুরু করেন। সেই বিজয়টি দীর্ঘস্থায়ী ছিল না, এবং বলতে গেলে পরবর্তী তিনটি পদে তিনি চরম পরাজয়ের মুখোমুখি হন। তেরো নম্বর পদে পূর্বে পরাজিত উত্তরের রাজা ফিরে আসে, এবং

পনেরো নম্বর পদে সে দক্ষিণের রাজাকে পরাভূত করে।

ইউক্রেনে পুতিনের বিজয়কে পুতিন—প্রোপাগান্ডায় বিশেষজ্ঞ এক সাবেক কেজিবি কর্মকর্তা—সম্ভবত ইউক্রেনীয় নেতৃত্বের নাজি শিকড় উন্মোচনের জন্য ব্যবহার করবেন, এবং একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বে যারা অর্থলোভে ওই শাসনকে সমর্থন করছে তাদেরও উন্মোচন করবেন, এবং নিঃসন্দেহে বিশ্বায়নপন্থীদের ব্যবহৃত গোপন ব্ল্যাক-সাইট ও বায়ো-ল্যাবগুলোকেও উন্মোচন করবেন, যেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের করদাতাদের অর্থে অর্থায়িত হয়েছে।

সেইসব উদ্ঘাটন বিশ্বব্যাপী গ্লোবালিস্টদের বর্তমান টকিং পয়েন্টগুলোকে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক টকিং হেডদের বর্তমান টকিং পয়েন্টগুলোকেও, ধ্বংস করে দেবে। পুতিনের সেই জয় অষ্টম প্রেসিডেন্টকে—যিনি সাতজনেরই একজন—ম্যান্ডেট দেবে, যাতে তিনি ইতিহাসে আবির্ভূত হওয়া ভবিষ্যদ্বাণীকৃত স্বৈরশাসক হিসেবে তার ভূমিকা গ্রহণ করেন, যার আবির্ভাব ঘটে ষোলো নম্বর আয়াতের ঠিক আগে; আর ষোলো নম্বর আয়াত হলো শিগগিরই আসতে থাকা রবিবারের আইন।

তেরো নম্বর পদে উত্তরের রাজা তার সেনাবাহিনী আবার সমবেত করে, এবং চৌদ্দ নম্বর পদে ইতিহাসের পটে প্রথমবারের মতো পৌত্তলিক রোম প্রবেশ করে, যদিও তখনও তা উত্তরের রাজা নয়। সেখানে এটিকে ‘দর্শন স্থাপন করে’ এমন প্রতীক হিসেবে, এবং এমন এক ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যে নিজেকে উচ্চে তুলে পরে পতিত হয়। ইউক্রেনের যুদ্ধে পুতিনের বিজয়ের পর, পোপতন্ত্র বিশ্বরাজনীতিতে নিজেকে উচ্চে তুলতে শুরু করবে, ঠিক ষোল নম্বর পদে উল্লিখিত রবিবারের আইনের আগে।

ফরাসি বিপ্লব, এবং তার রুশ বিপ্লবের সঙ্গে যোগসূত্র; নেপোলিয়ন ও পুতিন; ফাতিমার অলৌকিক ঘটনা, এবং তার তিনটি রহস্য; ভ্যাটিকান ও হিটলারের গোপন জোট, ভ্যাটিকান ও রেগানের গোপন জোট—এসবই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "চাকা", যা এগারো থেকে পনেরো নম্বর পদগুলোর ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে ছেদ করে, যা সংঘটিত হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন পর্যন্ত। দশ নম্বর পদ নিয়ে আলোচনা শুরুর আগে এসব ভবিষ্যদ্বাণীমূলক "চাকা"-র একটি সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নিম্নলিখিত নিবন্ধটি “NBC News” থেকে নেওয়া, যা যতটা “মেইনস্ট্রিম মিডিয়া” হওয়া যায়, ঠিক ততটাই; আর “MSM” হল হিটলারের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন প্রচারযন্ত্রের আধুনিক সংস্করণ। নিবন্ধটি অবশ্যই পুতিন-বিরোধী, রাশিয়া-বিরোধী এবং ইউক্রেন-পন্থী, কিন্তু সেটাই বিষয় নয়। স্বর্গীয় রাজ্যের নাগরিক হিসেবে, ঈশ্বরের লোকদের শয়তানি কাজের কোনো পক্ষকেই সমর্থন করা উচিত নয়, এবং সব যুদ্ধই শয়তানি কাজ।

এই নিবন্ধটির উদ্দেশ্য হলো যারা ক্যাথলিকধর্ম (উত্তরের রাজা) এবং নাস্তিকতা (দক্ষিণের রাজা)-এর মধ্যে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক যুদ্ধ সম্পর্কে, এবং এ-ও সত্য সম্পর্কে যে ঐ দুই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক শক্তির সেই যুদ্ধে নাজিবাদ ক্যাথলিকধর্মের প্রক্সি বাহিনী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (যেমন ১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করা হয়েছিল), তাদের সহায়তা করা। ভবিষ্যদ্বাণী অধ্যয়নের শিক্ষার্থীদের এমন পর্যাপ্ত প্রমাণ প্রয়োজন, যাতে তারা দেখতে পারে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও শীতল যুদ্ধের পটভূমির ইতিহাস বর্তমান ইউক্রেনে যুদ্ধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, যেহেতু এটি দানিয়েলের ১১তম অধ্যায়ের ১১ ও ১২ নম্বর পদ পূরণ করছে।

ভবিষ্যদ্বাণীর সরাসরি পরিপূর্তি প্রদর্শনকারী ঐতিহাসিক ঘটনাবলি জনগণের সামনে উপস্থাপিত হয়েছিল, এবং দেখা গেল যে সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি এই পৃথিবীর ইতিহাসের পরিসমাপ্তির দিকে নিয়ে যাওয়া ঘটনাবলির একটি রূপকধর্মী বর্ণনা ছিল। নির্বাচিত বার্তাবলী, বই ২, ১০২।

এনবিসি নিউজ প্রবন্ধ: "ইউক্রেনের নাৎসি-সমস্যা বাস্তব, যদিও পুতিনের 'ডিনাজিফিকেশন' দাবি তা নয়"

ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণকে ন্যায্যতা দিতে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যে বহু গড়ে তোলা বিকৃত যুক্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে অদ্ভুত হল তার এই দাবি যে দেশটিকে ও তার নেতৃত্বকে 'নাৎসীবাদমুক্ত' করার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সাঁজোয়া ট্যাংক ও যুদ্ধবিমান নিয়ে প্রতিবেশী দেশের ভূখণ্ডে প্রবেশের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে গিয়ে পুতিন বলছেন, 'হয়রানি ও গণহত্যার শিকার' মানুষদের 'রক্ষা করার জন্য' এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এবং রাশিয়া 'ইউক্রেনের নিরস্ত্রীকরণ ও নাৎসীবাদমুক্তির' জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

পুতিনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড—যার মধ্যে ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর ওপর চালানো ধ্বংসযজ্ঞও রয়েছে—স্পষ্ট করে যে তিনি যখন বলেন তাঁর লক্ষ্য হলো কারও কল্যাণ নিশ্চিত করা, তখন তিনি মিথ্যা বলছেন।

প্রথম নজরে, পুতিনের এই কুৎসা রটনা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক—বিশেষত কারণ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ইহুদি এবং তিনি বলেছেন যে তার পরিবারের সদস্যরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিহত হয়েছিলেন। ইউক্রেনে সাম্প্রতিক কোনো গণহত্যা বা জাতিগত শুদ্ধি অভিযান ঘটছে—এমন কোনো প্রমাণও নেই। তদুপরি, শত্রুদের 'নাৎসি' তকমা লাগানো রাশিয়ায় একটি সাধারণ রাজনৈতিক কৌশল, বিশেষ করে এমন এক নেতার পক্ষ থেকে, যিনি বিভ্রান্ত তথ্যের প্রচারণা ব্যবহার করেন এবং দখলদারিকে ন্যায্যতা দিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিশোধের অনুভূতি উসকে দিতে চান।

তবে পুতিন প্রচারণায় লিপ্ত থাকলেও, এটাও সত্য যে ইউক্রেনের একটি প্রকৃত নাৎসি সমস্যা রয়েছে—অতীত ও বর্তমান উভয় সময়েই। পুতিনের বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড—যার মধ্যে ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর ধ্বংসও রয়েছে—প্রমাণ করে যে তিনি যখন বলেন তাঁর লক্ষ্য যে কারও কল্যাণ নিশ্চিত করা, তখন তিনি মিথ্যা বলছেন। কিন্তু ক্রেমলিনের নৃশংস আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হলুদ-নীল পতাকাকে রক্ষা করা যতটা গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, ইউক্রেনের ইহুদিবিদ্বেষী ইতিহাস ও হিটলারের নাৎসিদের সঙ্গে সহযোগিতা, পাশাপাশি পরবর্তীকালে কিছু মহলে নব্য-নাৎসি গোষ্ঠীগুলিকে গ্রহণ—এসব অস্বীকার করা একটি বিপজ্জনক গাফিলতি হবে।

পালিয়ে যাওয়া ইউক্রেনীয়দের নিয়ে এত সহানুভূতির সঙ্গে কেন কথা বলা হচ্ছে? তারা শ্বেতাঙ্গ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর প্রাক্কালে, ইউক্রেন ছিল ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ইহুদি সম্প্রদায়ের আবাসস্থল; সেখানে ইহুদিদের আনুমানিক সংখ্যা ছিল ২.৭ মিলিয়ন পর্যন্ত—ওই ভূখণ্ডের দীর্ঘদিনের ইহুদি-বিরোধিতা ও পোগ্রমের ইতিহাস বিবেচনায় যা এক বিস্ময়কর সংখ্যা। শেষ পর্যন্ত তাদের অর্ধেকেরও বেশি প্রাণ হারায়। ১৯৪১ সালে জার্মান সৈন্যরা যখন কিয়েভের নিয়ন্ত্রণ নেয়, তখন "হাইল হিটলার" লেখা ব্যানারে তাদের স্বাগত জানানো হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই, প্রায় ৩৪,০০০ ইহুদি—রোমা ও

অন্যান্য "অবাঞ্ছিত"দের সঙ্গে—পুনর্বাসনের অজুহাতে ধরে শহরের বাইরে মাঠে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাদের গণহত্যা করা হয়; যা পরে "গুলির মাধ্যমে হলোকাস্ট" নামে পরিচিত হয়।

বাবনি ইয়ার গিরিখাতটি দুই বছর ধরে গণকবর হিসেবে ভরে যেতে থাকে। সেখানে এক লক্ষ পর্যন্ত মানুষকে হত্যা করা হওয়ায়, এটি আউশভিৎস ও অন্যান্য মৃত্যু শিবিরের বাইরে হলোকাস্টের বৃহত্তম একক হত্যাস্থলগুলোর একটি হিসেবে ওঠে। গবেষকেরা উল্লেখ করেছেন যে সেখানে নাৎসিদের হত্যার আদেশ কার্যকর করতে স্থানীয়রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বর্তমানে ইউক্রেনে ৫৬,০০০ থেকে ১,৪০,০০০ জন ইহুদি আছেন, যারা তাদের দাদা-দাদী ও নানা-নানীর কল্পনাতেও ছিল না এমন স্বাধীনতা ও সুরক্ষা ভোগ করছেন। এর মধ্যে রয়েছে গত মাসে পাস হওয়া একটি হালনাগাদ আইন, যা ইহুদি-বিরোধী কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করে। দুঃখজনকভাবে, এই আইনটির উদ্দেশ্য ছিল প্রকাশ্য বিদ্বেষের প্রদর্শনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিকে মোকাবিলা করা; যার মধ্যে ছিল ইহুদি উপাসনালয় ও স্মৃতিসৌধের ওপর স্বস্তিকা-চিহ্নে ভরা ভাঙচুর, এবং কিয়িভেসহ অন্যান্য শহরে ওয়াফেন এস এস-কে উদ্যাপনকারী ভীতিকর শোভাযাত্রা।

আরও এক উদ্বেগজনক বিকাশে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইউক্রেনে নাৎসিদের দোসর হিসেবে তাদের অকাট্য রেকর্ডের কারণে যাদের উত্তরাধিকার কলঙ্কিত, সেই সব ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের সম্মান জানাতে বিপুল সংখ্যক মূর্তি স্থাপন করছে। দ্য ফরওয়ার্ড পত্রিকা এদের মধ্যে কিছু নিন্দনীয় ব্যক্তিকে তালিকাবদ্ধ করেছে, যার মধ্যে আছেন ইউক্রেনীয় জাতীয়তাবাদীদের সংগঠন (OUN)-এর নেতা স্টেপান বান্দেরা, যার অনুসারীরা এসএস এবং জার্মান সেনাবাহিনীর হয়ে স্থানীয় মিলিশিয়ার সদস্য হিসেবে কাজ করেছিল। "এই নাৎসি সহযোগীকে মহিমান্বিত করে ইউক্রেনে কয়েক ডজন স্মৃতিস্তম্ভ এবং বহু সড়কের নাম রয়েছে—এতটাই যে এর জন্য আলাদা দুটি উইকিপিডিয়া পৃষ্ঠা দরকার," লিখেছে দ্য ফরওয়ার্ড।

আরেকজন প্রায়ই সম্মানিত ব্যক্তি হলেন Roman Shukhevych, যিনি একজন ইউক্রেনীয় স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু একই সঙ্গে আতঙ্কজাগানো নাৎসি সহকারী পুলিশ ইউনিটেরও নেতা ছিলেন। The Forward-এর মতে, সেই ইউনিটটি "হাজার হাজার ইহুদি এবং ... পোলিশদের নৃশংসভাবে হত্যার জন্য দায়ী।" এছাড়াও Yaroslav Stetsko-এর জন্য মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে; তিনি OUN-এর একসময়ের সভাপতি ছিলেন, যিনি লিখেছিলেন, "আমি ইউক্রেনে ইহুদিদের নির্মূলের দাবি জানাই।"

কট্টর-ডানপন্থী গোষ্ঠীগুলিও গত দশকে রাজনৈতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে শিহরণ জাগানো হলো স্বোবোদা (পূর্বে ইউক্রেনের সোশ্যাল ন্যাশনাল পার্টি), যার নেতা দাবি করেছিলেন যে দেশটি "মস্কোভীয়-ইহুদি মাফিয়া"র নিয়ন্ত্রণে এবং যার উপনেতা ইউক্রেনে জন্ম নেওয়া ইহুদি অভিনেত্রী মিলা কুনিসকে বর্ণনা করতে একটি ইহুদি-বিরোধী গালি ব্যবহার করেছিলেন। ফরেন পলিসির মতে, স্বোবোদা ইউক্রেনের সংসদে একাধিক সদস্য পাঠিয়েছে, যার মধ্যে একজন হলোকস্টকে মানব ইতিহাসের একটি "উজ্জ্বল সময়কাল" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সমান উদ্বেগজনক হলো, ইউক্রেনের ক্রমবর্ধমান স্বেচ্ছাসেবী ব্যাটালিয়নগুলোর কিছুতে নব্য-নাজিরাও রয়েছে। ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ায় পুতিনের আগ্রাসনের পর পূর্ব ইউক্রেনে মস্কো-সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠিন

সড়কযুদ্ধগুলোর কিছুতে লড়াই করে তারা যুদ্ধে পাকা হয়ে উঠছে। তেমন একটি হলো আজভ ব্যাটালিয়ন, যা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এক প্রকাশ্য শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদী; তিনি দাবি করেছিলেন, ইউক্রেনের জাতীয় লক্ষ্য হলো দেশটিকে ইহুদি এবং অন্যান্য নিম্নতর জাতি থেকে মুক্ত করা। ২০১৮ সালে মার্কিন কংগ্রেস নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল যে ইউক্রেনকে দেওয়া তাদের সহায়তা "আজভ ব্যাটালিয়নকে অস্ত্র, প্রশিক্ষণ বা অন্যান্য সহায়তা প্রদান করতে" ব্যবহার করা যাবে না। তবুও, আজভ এখন ইউক্রেনের ন্যাশনাল গার্ডের একটি আনুষ্ঠানিক ইউনিট।

নিশ্চিই, গত কয়েক সপ্তাহে ইউক্রেনীয়দের ওপর নেমে আসা দুর্ভোগের কোনোই ন্যায্যতা এই উদ্বেগজনক প্রেক্ষাপট দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা যায় না—এবং পুতিন তাঁর আগ্রাসন শুরু করার সময় এসবের কোনোটিরি দ্বারাই প্রণোদিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে, পুতিনের কারণেই ওডেসা, খারকিভ এবং পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য শহরে বসবাসরত ইহুদিরা চরম সংকটে রয়েছে। অনেকে স্থানীয় সিনাগগ ও ইহুদি কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে, আর অন্যরা ইসরায়েলসহ বিদেশি দেশগুলোতে পালিয়ে গেছে; ইসরায়েল সব ইহুদিকে ইউক্রেন ছাড়তে আহ্বান জানিয়েছে।

আমার নিজের দাদা-দাদিরাই নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচতে পশ্চিম ইউক্রেন থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন, এবং এই চক্রটি চলতে থাকা ভীষণ বেদনাদায়ক। যদি দেশটি বিশৃঙ্খলা ও সশস্ত্র বিদ্রোহে গড়িয়ে পড়ে, ইহুদিরা আবারও তাদেরই কিছু সহনাগরিকের কাছ থেকে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। এই হুমকিকে স্বীকার না করা মানে এর বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য খুব কমই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু দেশের কিছু মহল ইতিহাসের অন্যতম ঘৃণ্য আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেও, এই নাটকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোই নিঃসন্দেহে সম্মানজনক অবস্থান। এই মুহূর্তে, পুতিন যখন প্রতিদিন পোড়ামাটি নীতির উন্মত্ততায় ইউক্রেনীয় জনগণের ওপর তার হামলা বাড়িয়ে চলেছেন, তখন আসলে 'এন-শব্দ'-টির প্রাপ্য কার, তা না দেখা কঠিন।

অ্যালেন রিপি, ৫ মার্চ, ২০২২ – উৎস

আমরা আমাদের পরবর্তী প্রবন্ধে এই গবেষণাটি চালিয়ে যাব।

"যারা অতীতকে স্মরণ করতে পারে না, তারা তা পুনরাবৃত্তি করতে অভিশপ্ত।" জর্জ সান্তায়ানা।

ভাববাদী ইতিহাসে অতীতে পূর্ণ হওয়ার জন্য ঈশ্বর যা যা নির্দিষ্ট করেছেন, সেগুলো পূর্ণ হয়েছে; আর যেগুলো এখনও তাদের নির্ধারিত ক্রমে আসতে বাকি, সেগুলোও হবে। ঈশ্বরের ভাববাদী দানিয়েল নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। যোহন নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকাশিত বাক্যে যিহূদা গোত্রের সিংহ ভাববাদ্যের শিক্ষার্থীদের জন্য দানিয়েলের গ্রন্থটি উন্মুক্ত করেছেন, এবং এভাবেই দানিয়েল নিজ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাঁর সাক্ষ্য বহন করেন, মহৎ ও গম্ভীর ঘটনাসমূহের দর্শনে প্রভু তাঁকে যা প্রকাশ করেছিলেন, সেই সাক্ষ্য—যেগুলো আমাদের জানা আবশ্যক, কারণ আমরা তাদের পূর্তির একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি।

ইতিহাস ও ভবিষ্যদ্বাণীতে ঈশ্বরের বাক্য সত্য ও ভ্রান্তির মধ্যে দীর্ঘকাল চলতে থাকা সংঘর্ষকে চিত্রিত করে। সেই সংঘর্ষ এখনো চলমান। অতীতে যা যা হয়েছে, তা আবারও হবে। পুরোনো বিতর্কগুলো পুনরায় জেগে উঠবে, এবং নতুন তত্ত্ব ক্রমাগত উঠে আসবে। কিন্তু ঈশ্বরের লোকেরা, যারা তাদের বিশ্বাসে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পরিপূর্তিতে

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতদের বার্তার ঘোষণায় অংশ নিয়েছে, তারা জানে তাদের অবস্থান কোথায়। তাদের এমন অভিজ্ঞতা আছে যা খাঁটি সোনার চেয়েও মূল্যবান। তারা শিলার মতো দৃঢ় থাকবে, শুরুতে যে আস্থা তারা ধরেছিল তা শেষ পর্যন্ত অবিচলভাবে ধরে রাখবে। Selected Messages, book 2, 109.